নবম দার্‌স

الدرس التاسع

মদীনায় হিজরতঃ মদীনা সত্য ও সত্যের ধারকদের আশ্রয়ে পরিণত হয়। মুসলিমরা সেদিকে হিজরত করতে লাগলেন। তবে কুরাইশরা ছিল মুসলিমদের হিজরত করতে বাধা দেয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য বদ্ধপরিকর। ফলে কতিপয় মুহাজির বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার হোন। কুরাইশদের ভয়ে মুসলিমরা গোপনে হিজরত করতেন। আবূ বকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট হিজরতের অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে বলেন, "তাড়াহুড়া করো না। আশা করি আল্লাহ তোমার জন্য একজন সঙ্গী নির্দ্ধারণ করবেন।" অধিকাংশ মুসলিমরা ইতিপূর্বে হিজরত করেছেন। মুসলিমদের হিজরত এবং মদীনায় তাঁদের একত্রিত হওয়া দেখে কুরাইশরা প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়লো। মুহাম্মাদ-ﷺ-এর দাওয়াতের উন্নতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভয় ও আশঙ্কা বোধ করলো। সবাই পরামর্শ করে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। আবূ জেহেল প্রস্তাব পেশ করল যে, প্রত্যেক গোত্রের এক একজন নির্ভীক যুবককে তরবারী দেয়া হবে। তারা মুহাম্মাদকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এক যোগে আক্রমণ ক'রে হত্যা করবে। ফলে তার খুনের অপরাধ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বনীহাশেম এর পর সব গোত্রের সাথে লড়াই করার হিম্মত করবে না। আল্লাহ তাঁর নবীকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানিয়ে দেন। তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে আবূ বাকরের সাথে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। রাতে আলী-ﷺ-কে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন, যাতে লোকেরা মনে করে যে, রাসূল বাড়ীতেই আছেন। ইতিমধ্যে কাফেররা বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে। বিছানায় আলীকে দেখে তাঁরা নিশ্চিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বাড়ীতে আছেন এবং হত্যা করার জন্য তাঁর বের হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলো। এ দিকে মুহাম্মাদ-ﷺ-বের হয়ে সবার মাথার উপর বালু ছিটিয়ে দিলে আল্লাহ তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেন। ফলে তারা আঁচও করতে পারলো না যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর আবূ বকর-ﷺ-সহ প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম ক'রে **"সওর নামক"** এক গুহায় লুকিয়ে থাকেন। কুরাইশ যুবকেরা ভোর বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। আলী-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বিছানা থেকে উঠলে তাদের হাতে পড়েন। তারা তাঁকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তাদেরকে কোনই খবর দিলেন না। ফলে তারা তাঁকে মার-ধর ও তাঁকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগলো। কিন্তু কোন ফল হলো না। অতঃপর কুরাইশরা চতুর্দিকে লোক-জন পাঠিয়ে দেয় এবং তাকে ১০০টি উট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করে, যে মুহাম্মাদ-ﷺ-কে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারবে। লোক-জন তাঁর অনুসন্ধানে সেই গুহার দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে নবী করীম -ﷺ-ও তাঁর সাথী লুকিয়ে আছেন। এমন কি যদি তাদের কেউ স্বীয় পায়ের দিকে একটু ঝুঁকে গুহার ভিতর তাকায়, তাহলে, তাঁদের দেখতে পায়। রাসূলের ব্যাপারে আবূ বাকারের-ﷺ-চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে যায়। তা দেখে তিনি বলেন, "তুমি কি মনে করো আমরা দু'জন, বরং আমাদের সাথে তৃতীয়জন আল্লাহ আছেন। চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" অনুসন্ধানকারীরা তাদের সন্ধান আর পেল না। গুহায় তাঁরা তিন দিন অবস্থান ক'রে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। পথ ছিল সুদীর্ঘ ও দুর্গম। সূর্য ছিল অতীব উত্তপ্ত। দ্বিতীয় দিন বিকেল বেলায় **'উম্মে মা'বাদ'** নামে এক মহিলার তাঁবু পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। তাঁরা তার কাছে খাবার ও পানি চাইলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না। তবে একটি ছাগী এতই দুর্বল ছিল যে, ঘাস খেতে যেতে পারে নি। এক ফোঁটা দুধ তার স্তনে ছিল না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-স্তনের উপর তাঁর মুবারক হাত বুলিয়ে দিয়ে দুধ দোহন ক'রে এক বড় পাত্র ভরে নেন। উম্মে মা'বাদ এ অলৌকিক ঘটনা দেখে বিস্মিত ও বিহবল হয়ে পড়ে। সবাই পেটপুরে পান করেন। অতঃপর আর এক পাত্র ভরে উম্মে মা'বাদকে দিয়ে তিনি আবার যাত্রা শুরু করেন।

মদীনাবাসী এদিকে তাঁর শুভাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। প্রতি দিন তারা মদীনার বাইরে প্রতীক্ষায় থাকতো। যে দিন তাঁর আগমন হয়, সে দিন সবাই পুলকিত হৃদয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তিনি মদীনার নিকটে কুবা নগরীতে যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে চার দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি কুবা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এটাই হলো ইসলামের প্রথম মসজিদ। ৫ম দিনে তিনি মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। অনেক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে অতিথি হিসাবে বরণ ক'রে ধন্য হওয়ার চেষ্টা করেন এবং তার উটের লাগাম ধরেন। তিনি-ﷺ-তাঁদের শুকরিয়া আদায় করে বলেন, "উট ছেড়ে দাও, সে নির্দেশ প্রাপ্ত।" আল্লাহর নির্দেশ যেখানে হলো সেখানে গিয়ে উট বসে গেলো। তিনি অবতরণ না করতেই উঠে সে অগ্রভাগে কিছু পথ চলে আবার পিছনে এসে প্রথম স্থানে বসে গেলো। সেটাই ছিল মসজিদে নববীর স্থান। তিনি-ﷺ-আবূ আইয়্যুব আনসারীর অতিথি হোন। আলী ইবনে আবূ তালিব নবীর-ﷺ-হিজরতের পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট রক্ষিত মানুষের আমানত তাদের প্রাপকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। অতঃপর কুবায় রাসূলের সাথে মিলিত হোন।